সমকাল

তারিখ 07 JUL 2015
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম [illegible]

গুরুত্বপূর্ণ পদে সাবেক শিবির নেতা ও বহিষ্কৃতরা

খুলনায় ছাত্রলীগের নতুন কমিটি

■ খুলনা ব্যুরো

খুলনা নগরীর শিরোমণি এলাকায় চাঁদাবাজি করতে গিয়ে ২০১৩ সালের ২ মে গ্রেফতার হন ছাত্রলীগের সদ্যবিলুপ্ত কমিটির ক্রীড়া সম্পাদক জাফরিন হাসান। ওই বছরের জুন মাসে ছাত্রলীগ থেকে তাকে বহিষ্কার করা হয়। ওই ঘটনায় মহানগর আওয়ামী লীগও জাফরিনের বিরুদ্ধে বিবৃতি দিয়েছিল। সেই জাফরিন হাসানকেই খুলনা মহানগর ছাত্রলীগের নতুন কমিটির সহসভাপতি করা হয়েছে।

২০০৩ সালে সিটি কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনে শিবিরের হয়ে শ্রেণী প্রতিনিধি পদে নির্বাচনে অংশ নেন মুজিবুর রহমান সোহাগ ওরফে মুজিব সোহাগ। ২০০৬ সাল পর্যন্ত নগরীর সিটি কলেজে তার হতে ছাত্রলীগের অনেক নেতাকর্মী নিগৃহীত হয়েছেন। ২০০৯ সালে ছাত্রলীগে যোগ দেন তিনি। কিন্তু শিবির সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে ২০১০ সালে গঠিত ছাত্রলীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে ঠাঁই হয়নি তার। সেই মুজিবুর রহমান সোহাগকে এবার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য করা হয়েছে। শুধু জাফরিন বা মুজিবুর রহমানই নন, খুলনা মহানগর ছাত্রলীগের সদ্য গঠিত পূর্ণাঙ্গ কমিটির বেশ কয়েকজন সদস্যের বিরুদ্ধে এমন গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। কখনও মিছিল-সমাবেশ না করেও কমিটিতে গুরুত্বপূর্ণ পদ পেয়েছেন অনেক নতুন মুখ। আবার আন্দোলন-সংগ্রামে প্রথম কাতারে থাকলেও পদ পেয়েছেন নিচের সারির। অনেক নেতার পদাবনতিও হয়েছে।

ছাত্রলীগ সূত্রে জানা গেছে, গত ৮ জুন মহানগর ছাত্রলীগের দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে শেখ শাহজালাল হোসেন সুজনকে সভাপতি এবং এস এম আসাদুজ্জামান রাসেলকে সাধারণ সম্পাদক ঘোষণা করা হয়। এর প্রায় ২৬ দিন পর গত শনিবার রাতে নগরীর ৫৭ সদস্যের কমিটি অনুমোদন দেন কেন্দ্রীয় নেতারা। এর মধ্যে সহসভাপতি করা হয়েছে ২৪ জনকে। ৩ জনকে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য করা হয়েছে।

২০০৩ সালে সিটি কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনে শিবিরের ভিপি প্রার্থী ছিলেন আবদুল্লাহ আল মামুন প্রিন্স। ২০০৫ সাল পর্যন্ত সিটি কলেজ শিবিরের সভাপতি ছিলেন তিনি। সমকালকে তিনি বলেন, মুজিব-সোহাগ নির্বাচনে পরাজিত হয়। এরপর কিছুদিন আমাদের সঙ্গে ছিল। পরে সে ছাত্রলীগে যোগ দিয়েছে বলে জানতে পারি।

অবশ্য নগর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এসএম আসাদুজ্জামান রাসেল দাবি করেন, কিছুদিন শিবির করলেও মুজিব সাত-আট বছর ধরে ছাত্রলীগের সঙ্গে আছে। ত্যাগী নেতা হিসেবে সে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হয়েছে। জাফরিন সম্পর্কে তিনি বলেন, রীতিমতো সংবাদ সম্মেলন করে জাফরিনকে বহিষ্কার করা হয়। এর পরও সে কীভাবে কমিটিতে এসেছে, আমি জানি না। এ ব্যাপারে নগর ছাত্রলীগের সভাপতি শেখ শাহজালাল হোসেন সুজন বলেন, সার্বিক বিষয় নিয়ে আমরা বিব্রত। আমি বা সাধারণ সম্পাদকের তালিকা থেকে এ কমিটি করা হয়নি। এজন্য বিতর্কিত ও নিষ্ক্রিয়দের নাম এসেছে। বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছি। দ্রুত কমিটি সংশোধনের ব্যাপারে তারা আশ্বস্ত করেছেন। ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা জানান, পূর্ণাঙ্গ কমিটির বেশ কয়েকজন নেতার ছাত্রত্ব নেই। অনেকে বিবাহিত। সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে কখনোই সক্রিয় ছিলেন না, এমন অন্তত ১০/১৫ জনকে এবার কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে সহসভাপতি পদ পাওয়া হাফেজ আক্তারুজ্জামান শিকদার, ছাত্রীবিষয়ক সম্পাদক শেখ জান্নাতুল বনি, উপ-সম্পাদক সাথী আক্তার সিমি, উপ-তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক সজল ইসলাম, গণশিক্ষা সম্পাদক মসিউল ইসলাম বাবুর নাম কমিটি ঘোষণার পরই সবাই জানতে পেরেছেন। সদ্য বিলুপ্ত কমিটির সহসভাপতি হেলাল খানকে পদাবনতি দিয়ে তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক করা হয়েছে।